দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৩/৭/৮৮
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

০০ 047

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৯৫ : ১৩ই জুলাই, ১৯৮৮

মুক্ত আলোচনার প্রস্তাব

শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। অভিভাবক, শিক্ষার্থী-শিক্ষক আর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কোন মহলেই স্বস্তি নেই। সার্বিক নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজন সকলেই বোধ করছেন—কিছু একটা পরিবর্তন দরকার এমন কথাও অনেক দিন থেকেই অনেকে বলছেন। কিন্তু ঠিক প্রয়োজনটা কি, কি করলে শিক্ষাঙ্গনে আবার স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে, একটি দরিদ্র জাতির কষ্টকর প্রয়াস অর্থবহ হয়ে উঠবে তা নির্ণীত হচ্ছে না। আমাদের সকল চেষ্টাই তাই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মত নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে। এ অবস্থার একটি নির্ধারিত প্রস্তাব এসেছে শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের কাছ থেকে। আমরা মনে করি বিষয়টি ভাবা যায়।

শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং '৭৩-এর' বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে অনেকেই আলাদা করে দেখতে চান না। বস্তুত সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বজায় রেখে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিই শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইনকানুনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিঘ্ন ঘটলে সংশ্লিষ্ট বিধান নিয়ে নতুন করে ভাবাই স্বাভাবিক। শিক্ষামন্ত্রী ৭৩-এর অধ্যাদেশ নিয়ে অনুরূপ ভাবনার প্রস্তাব করেছেন। যে অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ বিষয়টিকে স্পর্শকাতর করে তুলেছে। তবু আমরা মনে করি, পরিস্থিতির চাপ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে স্পর্শকাতর বলেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। নীরব থাকার অর্থ হবে নৈরাশ্যের বিস্তারে সহায়তার নামান্তর।

অধ্যাদেশ ৭৩-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাদেশের যে কোন পরিবর্তন এ অবস্থায় বদল ঘটাবে এমন আশংকা আছে। কিন্তু পরিবর্তন মাত্রই স্বায়ত্তশাসনে বিঘ্ন ঘটাবে এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি? বিষয়টিকে এভাবেই দেখতে হবে। অধ্যাদেশের মূল লক্ষ্য সামনে রেখে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনায় বাধা থাকতে পারে না।

এছাড়া আলোচনা সিদ্ধান্ত নয়। কোন বিষয়ে তা যত জটিল কিংবা নাজুকই হোক, খোলামনের আলোচনা সব সময়ই সত্য বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার সহায়ক হতে পারে। অধ্যাদেশ ৭৩কে সামনে রেখে যদি আলোচনার সূত্রপাত ঘটে হয়ত আমাদের শিক্ষার বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার পথ পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। আমরা তাই খোলা আলোচনার এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই। আমাদের শিক্ষাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহল যদি আলোচনায় এগিয়ে আসেন, হতাশা কাটানো অসম্ভব হবে না—এমন বিশ্বাস ও অবস্থায় আমরা দৃঢ়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নকল্পে মুক্ত আলোচনায় কোন ক্ষতি নেই।